بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৭ মে, ২০২২ মোতাবেক ২৭ হিজরত, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ ২৭শে মে, আজকের এই দিনটি আহমদীয়া জামা'তে খিলাফত দিবস হিসেবে সুপরিচিত। আমরা প্রতিবছর এদিন অথবা এর দু-এক-দিন পূর্বে কিংবা পরে খিলাফত দিবস উদ্‌যাপন করে থাকি। কিন্তু কেন করি– এই প্রশ্নের উত্তর সদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত আর আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং আমাদের সন্তানদেরও এ বিষয়ে অভিনিবেশ করার এবং চিন্তাভাবনা করার জন্য বলা উচিত। এ দিনের সূচনা হয়েছিল ১৯০৮ সালের ২৭শে মে, যখন আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাদের প্রতি করুণাবশত আহমদীয়া জামা'তের মাঝে খিলাফত ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে তাঁর জামা'তের উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যা এদিন (তথা ২৭শে মে) পূর্ণ করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অনেক দিন থেকেই নিজ জামা'তকে এ বিষয়ে প্রস্তুত করছিলেন যে, কোন মানুষই মৃত্যুর ঊর্ধ্বে নয়। নবী-রসূলরাও যখন নিজেদের দায়িত্ব সম্পন্ন করেন তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরও তুলে নেন। তিনি (আ.) নিজ জামা'তকে বার বার এ মর্মে প্রস্তুত করছিলেন যে, তাঁর প্রত্যাবর্তনের (তথা মৃত্যুর) সময় সন্নিকট কিন্তু এর পাশাপাশি এই সুসংবাদও প্রদান করছিলেন যে, তাঁর (আ.) প্রতিষ্ঠিত জামা'ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে এবং বিস্তার লাভ করবে আর তাঁকে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় (অবশ্যই) জামা'তের উন্নতি হবে এবং এই উন্নতিকে কেউ প্রতিহত করতে পারবে না। মহানবী (সা.)ও এক উক্তিতে তাঁর যুগ থেকে আরম্ভ করে আখেরীনদের যুগ পর্যন্ত তথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং পরবর্তীতে প্রবর্তিত খিলাফত ব্যবস্থাপার চিত্র অংকন করেছেন। যেমন, (এ বিষয়ে) মহানবী (সা.) নিজ সাহাবীদের বৈঠকে বলেন,

"তোমাদের মাঝে নবুয়্যত ততদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতদিন তা আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। (অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-এর সত্তা সাহাবীদের মাঝে থাকবে)। এরপর তা উঠিয়ে নিবেন এবং নবুয়্যতের পদাঙ্ক অনুসরণে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। (অর্থাৎ, সেই খিলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠিত হবে যারা পূর্ণরূপে নবুয়্যতের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।) এরপর আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করবেন সেই নিয়ামতকেও তুলে নিবেন।

কিছুকাল যাবৎ আমি বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতায় খোলাফায়ে রাশেদীনেরও স্মৃতিচারণ করছি। বর্তমানে হযরত আবু বকর (রা.)'র স্মৃতিচারণ করা হচ্ছে। সকল খলীফার স্মৃতিচারণে এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, সবাই একেবারে নিঃস্বার্থভাবে মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের ওপর আমল করে এবং পবিত্র কুরআনকে নিজেদের কর্ম-বিধান নির্ধারণ করে তাঁদের খিলাফতকাল অতিবাহিত করেছেন। মোটকথা, প্রতিটি পদক্ষেপে নবুয়্যতের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। যাহোক, মহানবী (সা.) নিজের উক্তি অব্যাহত রেখে আরও বলেন, এরপর আল্লাহ্‌র তকদীর বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। যে কারণে মানুষ হতাশ হবে এবং মর্মযাতনায় ভুগবে। এই যুগ শেষ হওয়ার পর তাঁর অপর তকদীর বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এরচেয়েও ভয়াবহ স্বৈরাচারী সাম্রাজ্য কায়েম হবে।

ইতিহাস এটিও দেখেছে বরং আজ পর্যন্ত ধর্ম থেকে বিচ্যুত মুসলমান শাসকরা নিজ প্রজাদের সাথে এসব আচরণই করছে, তা রাজনৈতিক সরকার হোক বা রাজতন্ত্র হোক এক দল হোক বা অপর দল, যার হাতেই শাসন ক্ষমতা আসে, তার ওপর জাগতিকতাই প্রাধান্য বিস্তার করে। যাহোক, মহানবী (সা.) বলেছেন, এ সবকিছু উম্মতের সাথে সংঘটিত হওয়ার পর মহান আল্লাহ্‌র করুণা উদ্বেলিত হবে এবং (তিনি) এই অত্যাচার ও নিপীড়নের যুগের অবসান ঘটাবেন। পুনরায় নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এ কথা বলে তিনি (সা.) নীরব হয়ে যান।

মহানবী (সা.) অত্যাচার-নিপীড়নের যুগ সমাপ্ত করার যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা তাদের জন্য ছিল যারা খাতামুল খোলাফা (তথা) প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.)-এর (হাতে) বয়আ'ত করবেন এবং (যারা) তাঁর শিক্ষানুযায়ী এর ওপর আমল করবেন। আল্লাহ্ তা'লা সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, (কিন্তু) মানুষ যদি এই ব্যবস্থাপনার অধীনে না এসে নিজেদের একগুঁয়েমি বজায় রাখে তাহলে এর সেই ফলাফলই প্রকাশ পায় এবং পেয়েছে যা বর্তমানে মুসলমানরা অবলোকন করছে। আল্লাহ্ তা'লা এসব লোকদের বিবেক-বুদ্ধি দান করুন যাতে তারা মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসকে চিনতে সক্ষম হয়। এমনটি যেন না হয় যে, তারা অস্বীকার করে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের ওপর অত্যাচার ও নীপিড়নের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করবে। যাহোক, এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, শেষ যুগে তোমাদের মাঝে নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা বলে মহানবী (সা.)-এর নীরব হয়ে যাওয়া একথার বহিঃপ্রকাশ যে, এই (খিলাফত) ব্যবস্থা তোমাদের মাঝে সুদীর্ঘকাল চলমান থাকবে। কিছু লোক কিছু বিষয় না বুঝার কারণে একথা বলে যে, এই নীরবতার অর্থ হল, এই ব্যবস্থাপনাও অর্থাৎ, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পর যে খিলাফত ব্যবস্থা (প্রতিষ্ঠিত হয়েছে) তাও অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এরা সবাই ভ্রান্তিতে নিপতিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই

ব্যবস্থাপনা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা (অবশ্যই) পূর্ণ হবে। পৃথিবী ও আকাশ (নিজ জায়গা থেকে) বিচ্যুত হতে পারে কিন্তু ঐশী প্রতিশ্রুতিসমূহের পূর্ণতাকে কেউ বাধাগ্রস্থ করতে পারবে না। যাহোক, এই নিযাম অর্থাৎ খিলাফত ব্যবস্থা এমন ব্যবস্থাপনা যা চলমান থাকা অবধারিত–এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ সম্পর্কে জামা'তকে সম্বোধন করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"অতএব, হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে মহান আল্লাহ্র বিধান হচ্ছে, খোদা তা'লা স্বীয় শক্তিমত্তার দু'টি বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন যাতে বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে পদদলিত করে দেখাতে পারেন। কাজেই, খোদা তা'লা তাঁর চিরন্তন রীতি পরিহার করবেন এখন এটা সম্ভব নয়। তাই আমি তোমাদের সামনে যে কথা প্রকাশ করেছি সেজন্য দুঃখভারাক্রান্ত হয়ো না (অর্থাৎ, তাঁর মৃত্যু সংবাদের কথা বলছে), **আর তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কেননা, তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও আবশ্যক আর এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, সেটি চিরস্থায়ী; যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। আর আমি না যাওয়া পর্যন্ত সেই দ্বিতীয় কুদরত আসতে পারে না, কিন্তু যখন আমি চলে যাব তখন খোদা সেই দ্বিতীয় কুদরতকে তোমাদের জন্য প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে। যেমনটি বারাহীনে আহমদীয়া (গ্রন্থে) খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।"**

অতএব, তাঁর এই বাক্যাবলী যে, এটি খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি, আর সেই দ্বিতীয় কুদরত অর্থাৎ, খিলাফত তোমাদের মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আহমদীয়া খিলাফতের সুরক্ষাকারী এমন ব্যক্তিবর্গ সর্বদা সামনে আসতে থাকবেন। অতএব, আমাদের মাঝে তারাই সৌভাগ্যবান যারা আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকবে আর নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও এর উপদেশ দিতে থাকবে। আর দুর্ভাগা হচ্ছে তারা, যারা আহমদীয়া খিলাফতকে কোন (একটি) যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখতে চায় অথবা এমন চিন্তাভাবনা রাখে। চিরাচরিত রীতি অনুসারে এমন মানুষরা বিফলতা ও ব্যর্থতাই অবলোকন করবে। যেমনটি জামা'তের ইতিহাস আমাদেরকে বলে, যারা বিরুদ্ধবাদী ছিল তারা প্রথম খলীফা বা দ্বিতীয় খলীফার নির্বাচনের সময় ব্যর্থতা দেখেছে। যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খিলাফত চলমান থাকা সম্পর্কে আরও বলেন,

সেই প্রতিশ্রুতি (অর্থাৎ, খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতিশ্রুতি) **তোমাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, আমার নিজের সম্বন্ধে নয়। যেমনটি খোদা তা'লা বলেছেন,** *میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دونگا* **[অর্থাৎ, 'তোমার অনুসারী এই জামাতকে আমি কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের ওপর প্রাধান্য দিব'] অতএব, তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ**

দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন এরপর সেই যুগ আসে যা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুতির যুগ। আমাদের সেই খোদা সত্য প্রতিশ্রুতিদাতা, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এর সবই তোমাদেরকে পূর্ণ করে দেখাবেন। যদিও এটি পৃথিবীর শেষ যুগ আর বহু বিপদাপদ আপতিত হবার যুগ, তথাপি খোদা যেসব বিষয় পূর্ণ হবার আগাম সংবাদ দিয়েছেন সেগুলো পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ জগত প্রতিষ্ঠিত থাকা অবধারিত (তাঁর সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার এখনও অনেক প্রতিশ্রুতি বাকী আছে, যা পূর্ণ হতে যাচ্ছে।) তিনি (আ.) বলেন, **আমি খোদার পক্ষ হতে এক প্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি আর আমি খোদার এক মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরও কতিপয় ব্যক্তি আসবেন যাঁরা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ হবেন।"**

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং উন্নতি সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেসব বিষয় পূর্ণ হওয়ার কথা আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বলেছেন তা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই পূর্ণ হবে আর সেসব প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে। ইসলামের বিজয়ের দিন জামা'ত প্রত্যক্ষ করবে, ইনশাআল্লাহ্। জামা'তের উন্নতির দিনও জামা'ত (সচক্ষে) দেখবে, ইনশাআল্লাহ্। যারা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে তারা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হতে থাকবে। আহমদীয়া জামা'ত পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে আর একথাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন। অতএব, তিনি (আ.) তাঁর জামা'তের বিজয় সম্পর্কে বলেন,

"এটি খোদা তা'লার সুন্নত (বা রীতি) আর যখন থেকে তিনি পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে সকল যুগে তিনি এ রীতি প্রকাশ করে আসছেন যে, তিনি তাঁর নবী ও রসূলদের সাহায্য করেন এবং তাদেরকে বিজয় দান করেন। যেমনটি তিনি বলেন, كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ {অর্থাৎ, খোদা তা'লা লিখে রেখেছেন যে, তিনি এবং তাঁর নবীগণ বিজয়ী হবেন (সূরা মুজাদিলা: ২২)।} **'গালাবা' শব্দের অর্থ হল, খোদার 'হুজ্জত' বা অটল বাণী পৃথিবীতে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, কোন শক্তিই যেন এর মোকাবিলা করতে সক্ষম না হয়; যেমনটি কি-না রসূল ও নবীগণের আকাঙ্ক্ষা থাকে। একইভাবে খোদা তা'লা প্রবল নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে তাঁদের (নবীদের) সত্যতা প্রকাশ করেন এবং তাঁরা পৃথিবীতে যে পুণ্য প্রসার করতে চান, (খোদা তা'লা) এর বীজ তাঁদের হাতেই বপন করান; কিন্তু তাঁদের হাতে এর পূর্ণতা দান করেন না বরং নিজ শক্তিমত্তার অপর এক বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন এবং এমন সব উপকরণ সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে সেসব উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে যার কিছুটা অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছিল।"**

অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে এসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, খোদার যেসব প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করেছেন, সেগুলো সবই পূর্ণতা লাভ করবে। আর এসবই তাঁর

(তিরোধানের) পর চলমান খিলাফত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে উন্নতি দান করবেন এবং দিচ্ছেন। তিনি স্বয়ং মানুষকে পথপ্রদর্শন করছেন। খিলাফতের সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত করেন এবং করছেন, অন্যথায় এটি মানুষের জন্য সাধ্যাতীত। যুগ-খলীফার সাথে জামা'তের সদস্যদের এমন দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করা যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার; এটি মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। আল্লাহ্ তা'লা কেবল পুরনো আহমদীদেরকেই খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করছেন তা নয় বরং যারা পরবর্তীতে (এ জামা'তে) যোগ দিচ্ছেন, আর একেবারেই নবাগত যাদের পুরোপুরি তরবীয়তও হয় নি, তাদের হৃদয়কেও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করছেন। এটি কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লারই কাজ। বয়আ'তের পর মানুষ সেই একই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি প্রদর্শন করে এবং সেই একই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে পূর্ণ করার জন্য তাঁর কারণে আহমদীয়া খিলাফতের প্রতি প্রদর্শন করে আর করছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)'র হাতে যেভাবে লোকেরা বয়আ'ত গ্রহণ করে তা আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ সাহায্য ও সমর্থন না হয়ে থাকলে আর কী ছিল? প্রত্যেক জামা'তেই যেমনটি থেকে থাকে, গুটিকতক মুনাফিক প্রকৃতির লোক ছাড়া খিলাফতের প্রতি নিবেদিত ও অনুরক্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে; আর যারা মুনাফিক ছিল তাদেরকে তিনি (রা.) কঠোরহস্তে দমন করেন ও তাদেরকে তাদের জায়গায় রেখেছেন, (এমনকি) তাদের মাথা তোলারও সাহস হয় নি। এরপর দ্বিতীয় খিলাফতের নির্বাচনের সময় এসব বিরোধীর হট্টোগোল সত্ত্বেও, যারা প্রথম খিলাফতের যুগে কপটতার আশ্রয় নিয়ে জামা'তের ভেতর রয়ে গিয়েছিল, তারা বিরোধিতা করে। কিন্তু তাদের প্ররোচনা, হট্টগোল এবং নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও জামা'ত **'হযরত মিয়াঁ সাহেব, হযরত মির্যা মাহমুদ আহমদ সাহেব'** ধ্বনি উচ্চকিত করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর হাতে বয়আ'ত গ্রহণ করে। আর এরপর জগৎ দেখেছে- কত দ্রুত জামা'ত উন্নতি করতে থেকেছে। পৃথিবীজুড়ে মিশন হাউজ প্রতিষ্ঠিত হয়, মসজিদ নির্মিত হয়, বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়। সেই কাজ যা করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছিলেন তা অগ্রসর হতে থাকে। এরপর তৃতীয় খিলাফতের সময় তৎকালীন সরকারের ভয়ংকর হামলা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে ব্যাপক উন্নতি দান করেন। জামা'তের হাতে যে ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল সে নিজেই করুণ অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। এরপর চতুর্থ খিলাফতের যুগে উন্নতির এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়; আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের নিত্যনতুন দৃশ্য আমরা দেখেছি। ইসলাম প্রচারের নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত হয়। যুগ-খলীফার হাত কাটার যারা দুরভিসন্ধি রাখতো তাদের নিজেদেরই হাত কাটা পড়ে এবং আকাশে তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু জামা'তের অগ্রযাত্রা শিথিল হয় নি। তবলীগের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়; এমটিএ'র সূচনা হয় যার মাধ্যমে প্রত্যেক বাড়িতে জামা'তের বাণী পৌঁছতে আরম্ভ করে।

এটি (হল) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার কৃত অঙ্গীকারের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া, এবং যদি কেউ বুঝতে চায় তাহলে এটি-ই সেই বিষয়। যদি এটি আল্লাহ্ তা'লার কৃত অঙ্গীকারের পূর্ণতা না হয়ে থাকে তবে আর কী ছিল?

এরপর পঞ্চম খিলাফতের যুগেও আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় সাহায্য ও সমর্থনের দৃশ্যাবলি প্রদর্শন করেছেন। এমটিএ'তেই ইসলামের বাণী প্রচার এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে পূর্ণ করার নতুন নতুন পথ উন্মোচিত হয়। একটির জায়গায় বিভিন্ন ভাষায় এমটিএ'র সাত-আটটি চ্যানেল চালু হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অনুবাদ হওয়া শুরু হয়। পৃথিবীর সকল প্রান্ত পর্যন্ত **এমটিএ** পৌঁছে গেছে যেখানে পূর্বে পৌঁছতো না আর স্থানীয় ভাষায় সেসব মানুষের কাছে, সেসব দেশ ও অঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছে আহমদীয়াত তথা খাঁটি ইসলামের বাণী পৌঁছে যেতে থাকে যার ফলে লক্ষ লক্ষ সৌভাগ্যমান মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা এমটিএ ও রেডিওতে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও স্বয়ং মানুষকে পথপ্রদর্শন করেন এবং মানুষজনকে স্বপ্নের মাধ্যমে ও বিভিন্ন বই-পুস্তকের মাধ্যমে আহমদীয়াতের বাণী গ্রহণ করার সৌভাগ্য দান করেন। আমরা যদি আহমদীয়াতের ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করি তাহলে বুঝা যায় যে, কোন কোন মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেও আশ্চর্যজনকভাবে তাঁকে মান্য করার ব্যাপারে পথনির্দেশনা দান করতেন। এই ধারা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের যুগেও অব্যাহত থাকে এবং আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং পথপ্রদর্শন করতে থাকেন আার সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা জামা'তভুক্ত হতে থাকেন। এরপর দ্বিতীয় খিলাফতের যুগেও এমন বহু ঘটনা ঘটেছে। পুরনো (আহমদী) পরিবারে বিভিন্ন রেওয়ায়েতের স্মৃতিচারণ হয় যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের জ্যেষ্ঠদের সত্য গ্রহণ করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। এরপর তৃতীয় খিলাফতের যুগেও এই ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয়, চতুর্থ খিলাফতের যুগেও পুণ্য-স্বভাবীরা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আহমদীয়াত গ্রহণের বিষয়ে পথনির্দেশনা লাভ করেছেন। এসবই ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতির ফসল। এভাবে প্রত্যেক খিলাফতের যুগে জামাত বৃদ্ধি পেতে থাকে। পঞ্চম খিলাফতের যুগেও আল্লাহ্ তা'লার একই ব্যবহার (চলমান); আল্লাহ্ তা'লা তবলীগের নিত্যনতুন পথও উন্মোচন করেন এবং মানুষের হৃদয়কেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী, যা ইসলামের সত্যিকার বাণী– তা শ্রবণ ও গ্রহণের প্রতি আকৃষ্ট করে যাচ্ছেন। এমন সব ঘটনা ঘটে যা সম্পূর্ণরূপে ঐশী সাহায্যের পরিচায়ক হয়ে থাকে নতুবা কখনো নিছক মানবীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টায় মানুষ (এই বার্তা) এভাবে গ্রহণ করতো না। আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে মানুষের হৃদয়কে ইসলাম ও আহমদীয়াতের পানে ঘুরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন আর তাদের সামনে কীভাবে আহমদীয়া খিলাফতের সত্যতা সুস্পষ্ট হয়েছে

এবং খিলাফতের জন্য মানুষের হৃদয়ে কীভাবে ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন আমি এ সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করছি ।

আফ্রিকার দূর-দূরান্তের একটি দেশ হল, গিনি-বিসাও। আব্দুল্লাহ্ সাহেব নামে এক বন্ধু যিনি পূর্বে খ্রিস্টান ছিলেন; তিনি বর্ণনা করেন, কিছুদিন পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেন, শুভ্র দাড়িবিশিষ্ট ও পাগড়ি পরিহিত এক ব্যক্তি জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছেন এবং পিনপতন নীরবতার সাথে মানুষ এই বক্তৃতা শুনছে। সেই ব্যক্তির বক্তব্য প্রদানের ধরণ নিতান্তই সাধারণ এবং আমাদের লোকদের চেয়ে ভিন্ন ছিল। তার ঘুম ভাঙলে, তিনি কিছুই বুঝে উঠতে পারেন নি; এরপর তিনি তা ভুলে যান। কয়েক দিন পর তিনি পুনরায় অনুরূপ স্বপ্ন দেখেন এবং এর ফলে তার মাথায় সেই চেহারাটি গেঁথে যায়। অতঃপর তৃতীয় বার তিনি স্বপ্ন দেখেন। (স্বপ্নে দেখা) সেই ব্যক্তি কে তা তিনি জানার চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু জানতে ব্যর্থ হন। ঘটনাচক্রে একদিন তিনি গ্রামের নিকটস্থ ফারিন শহরে অবস্থিত আমাদের মসজিদে যান, সেদিন ছিল শুক্রবার। জামাতের সদস্যরা এমটিএ'তে আমার জুমুআর খুতবা শুনছিল। তিনি বলেন, আমাকে দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মুয়াল্লিম সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন, খুতবা প্রদানকারী এই ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, ইনি আমাদের খলীফা। যাহোক, তিনি নীরবে বসে বসে খুতবা শুনতে থাকেন এবং খুতবার পর সকল সদস্যের সাথে নামায পড়েন। নামায শেষে তিনি ত্বরিৎ দাঁড়িয়ে বলেন, আমি আজ ইসলাম গ্রহণ করছি এবং বলেন, খোদা তা'লা আমাকে স্বপ্নে তিনবার এই ব্যক্তিকে দেখিয়েছেন, আমার হৃদয়ে যার গভীর প্রভাব ছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ আমি তাঁর সন্ধানে ছিলাম কিন্তু ঘটনাচক্রে আজ আপনাদের মসজিদে এসে আপনাদের খলীফাকে দেখতে পাই। একেবারে সেই চেহারা যা আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম এবং স্বপ্নে আমি যে দৃশ্য দেখেছিলাম হুবহু একই দৃশ্য– অর্থাৎ, মানুষ নীরবে বসে বক্তৃতা শুনছিল স্বপ্নে। কাজেই, আমি ইসলাম আহমদীয়াতে প্রবেশ করছি।

একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক ব্যক্তিকে এভাবে পথপ্রদর্শন (করেন) যে, প্রথমে (তিনি) স্বপ্নে দেখেন, এরপর আল্লাহ্ তা'লা হুবহু স্বপ্নে দেখা সেই দৃশ্য বাস্তবে দেখারও ব্যবস্থা করে দেন। কেউ কেউ বলে, আমাদের সাথে এমন ঘটনা কেন ঘটে না? মূলতঃ এটি তো আল্লাহ্ তা'লার কৃপা; আল্লাহ্ তা'লা যাকে চান পথ দেখান কিন্তু এর জন্য পুণ্যস্বভাবের অধিকারী হওয়া আবশ্যক আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত হওয়াও আবশ্যক। অবশ্যই সেই ব্যক্তির কোন পুণ্য ছিল যে কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এভাবে পথপ্রদর্শন করেছেন।

এরপর গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, সেখানে **সিস্টার ফাটু** সাহেবা নামে প্রায় ষাট বছর বয়সী এক ভদ্রমহিলা আছেন। তিনি বলেন; আমাদের অঞ্চলে একটি ইসলামী দলের সদস্যরা আসে এবং (আহমদীয়া) জামাতের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে আরম্ভ করে যে,

আহমদীরা কাফির; তারা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না। তাদের সাথে কোন প্রকার লেনদেন করা উচিত নয়। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ তাদের কথা বিশ্বাস করে কিন্তু এই ভদ্রমহিলা বলেন, আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যাই। আর তিনি আল্লাহ্ তা'লার কাছে পথনির্দেশনা লাভের জন্য দোয়া করতে আরম্ভ করেন।

কিছুদিন পর তিনি স্বপ্নে দেখেন, যারা এই গ্রাম পরিদর্শনে এসেছিল সেই ইসলামী দলের লোকদের চোখগুলো যদিও তারার মত উজ্জ্বল আর তাদের হাতে পবিত্র কুরআনও রয়েছে কিন্তু তারা অভিযোগ করছে যে, তারা পবিত্র কুরআনের লেখা বা অক্ষরগুলো দেখতে পারছে না। তখন তারা চিৎকার করতে থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছেন আর এভাবে তারা আয়-উপার্জনও করতে পারছে না এবং লাঞ্ছিত-অপদস্ত ও ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে এটিও দেখি, এই দলের সদস্যরা আহমদীয়া জামা'তের খলীফার সাথে করমর্দন করতে চায় কিন্তু এতে তারা সফল হতে পারেনি। তারা এই স্বীকারোক্তি দিচ্ছে যে, নিঃসন্দেহে আহমদীয়াত সত্য কিন্তু আমরা যদি গ্রহণ করি তাহলে আমাদের মুরীদরা আমাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। যাহোক, সকালে এই ভদ্রমহিলা তার পরিবারের লোকদেরকে এ স্বপ্ন শোনান। মানুষ বলে থাকে, আফ্রিকানদের মাঝে বোধবুদ্ধি কম; কিন্তু তিনি তার (স্বপ্নের) এ ব্যাখ্যা করেন যে, উজ্জ্বল চোখ থাকার পরও পবিত্র কুরআনের শব্দগুলো পড়তে পারছে না, এর অর্থ হল; তারা সত্য থেকে পুরোপুরি ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। অতএব, কোন কোন মানুষের আহমদীয়াত গ্রহণের এমন বিস্ময়কর ঘটনাবলীও রয়েছে যা থেকে প্রতিভাত হয়, আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ সাহায্য ও সমর্থনই মানুষকে এমন সব দৃশ্য দেখাচ্ছে।

দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশ হল, গুয়েতেমালা। আমাদের মসজিদ থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরে মেক্সিকো সীমান্তে একটি জায়গা হল, **সান মারকোসে**। সেখানকার এক মহিলা ইউরোনিকা সাহেবা বলেন, ১০বছর পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। স্বপ্নে এক ব্যক্তি এসে বলেন, সত্যের পথ (হল) ইসলাম, (এরপর) পবিত্র কুরআন পড়তে বলেন; কিন্তু তিনি বলেন, আমি তো কুরআন পড়তে পারি না। কিন্তু সেই ব্যক্তি বলেন, তুমি পড়তে পার। সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি তার স্বামী ও পিতার কাছে এই স্বপ্নের উল্লেখ করেন। তখন তারা বলে, ইসলাম কোন সত্যের পথ নয় বরং এটি তো সন্ত্রাসের ধর্ম; তারা সবাই খ্রিস্টান ছিল। কিন্তু তিনি বলেন, আমি আশ্বস্ত হতে পারি নি। আমি ইসলাম সম্পর্কে ইন্টারনেটে গবেষণা করতে আরম্ভ করি আর নিজেই ইন্টারনেট থেকে ইসলাম সম্পর্কে শিখছিলাম। একদিন বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন এসময় একজন বোরকাধারী মহিলাকে দেখতে পান। যাহোক, তার পর্দা দেখে ঔৎসুক্য জাগে। তিনি বলেন, তার সাথে গিয়ে সাক্ষাৎ করি এবং তাকে জিজ্ঞেস করি, এটি আপনার কেমন পোষাক? তিনি বলেন, আমি মুসলমান তাই আমি পর্দা করেছি। এভাবেই তার সাথে একটি সম্পর্ক গড়ে উঠে আর তিনি

(তাকে) ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেন। সেই (বোরকা পরিহিতা) মহিলা আহমদী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তার কথা ও ইসলামী শিক্ষার কথা জানার পর বয়আ'ত করি, কিন্তু বাড়ির লোকেরা সম্মতি দিচ্ছিল না আর কোন না কোন আপত্তি উত্থাপন করতো। তিনি বলেন, সেগুলোর উত্তর আমি দিতে পারতাম না। ফলে তিনি সেই মহিলাকে বলেন, আত্মীয়স্বজনকে আমি একত্র করব আপনি আমাদের বাড়িতে এসে তাদের আপত্তির উত্তর দিন। অতএব, আমাদের অনেকগুলো তবলীগি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কেবল বয়আ'তই করেন নি বরং তবলীগ করতেও আরম্ভ করেন এবং বার্তা প্রচার করতে থাকেন। বন্ধুবান্ধবকে একত্র করেন আর তাদের জন্য আপ্যায়নেরও ব্যবস্থা করেন। তার এক পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্রের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী– সেও বয়আ'ত করে। তার এত উৎসাহ ও উদ্দীপনা যে, তিনি নিজে নিজেই ইন্টারনেট এর সহায়তায় পবিত্র কুরআন পড়া শিখেছেন। অনেকগুলো সূরা মুখস্ত করেছেন আর আরবী তো লিখতে পারতেন না তাই তিনি অডিও শুনে শুনে নিজের রোমান ভাষায় পুরো কুরআন শরীফ লিখেছেন। আমীর সাহেব বলেন, আমি পরিদর্শনে গিয়ে তার নোটবুক দেখেছি। পুরো কুরআন শরীফ তিনি স্বহস্তে লিখেছেন আর এখন আরবী শিখছেন এবং আরবীতেও লিখছেন। সদাত্মাদের আল্লাহ্ তা'লা এভাবে শুধু জামা'তভুক্তই করছেন না বরং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর তাঁকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিও তিনি পূর্ণ করছেন।

আরেকটি দূরবর্তী অঞ্চলের দেশ হল, ইন্দোনেশিয়া। সেখানে একজন যুবককে তবলীগ করা হলে সে তৎক্ষণাৎ বয়আ'ত করে নেয়। সেই জামা'তের প্রেসিডেন্ট নূর সাহেব বলেন, ফিরে যাওয়ার পূর্বে আমি তাকে কিছু বইপুস্তক প্রদান করি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি সম্বলিত লিফলেটও দেই। সেই যুবক বাড়ি পৌঁছার পর তার পিতা একটি লিফলেট বা প্রচারপত্র দেখে জিজ্ঞেস করেন, এটি কার ছবি? যুবক উত্তরে বলে, এটি ইমাম মাহদীর ছবি। গত রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, ইমাম মাহদী আগমন করেছেন। আহমদীয়া জামা'তের সাথে পূর্ব থেকেই কিছুটা পরিচিতি ছিল, তাই আমি দ্রুত বয়আ'ত করে নিয়েছি। একথা শুনে তার পিতা বলেন, তাহলে আমিও বয়আ'ত করতে চাই। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে (জামা'তের) অন্তর্ভুক্ত করছেন।

বুরকিনা ফাঁসোর মুয়াল্লিম আযিলা করীম সাহেব বলেন, হামীদ সাহেব আমাদের অঞ্চলের একজন বাসিন্দা তিনি নিয়মিত রেডিও শুনতেন আর জামা'তের প্রতি সহানুভূতিও প্রদর্শন করতেন, কখনো কখনো এসে চাঁদাও দিতেন বলতে হবে নিয়মিতই দিতেন। চাঁদায়ে আম নয় বরং তাহরীকে জাদীদ কিংবা ওয়াকফে জাদীদ খাতে দিয়ে থাকবেন হয়ত। অথবা অন্য কোন খাতে কিংবা সদকা দিয়ে থাকবেন। মোটকথা চাঁদা দিতেন, আর্থিক কুরবানী করতেন কিন্তু বয়আ'ত করতে বললে কোন না কোনভাবে পাশ কাটিয়ে যেতেন। (হুযূর বলেন,) আমি যখন ঘানায় ছিলাম তখন দেখেছি, সেখানকার অনেক অ-আহমদী

কৃষক এসে তাদের যাকাত দিয়ে যেত। (তারা বলত) আমাদের মৌলভীদের দিলে তো তারা নিজেরাই খেয়ে ফেলবে, কিন্তু আহমদীয়া জামা'তকে দিলে তারা এর সঠিক ব্যবহার করবে। যাহোক, এভাবে মানুষ সেখানে (চাঁদা) দিয়ে থাকে। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, ইজতেমা হচ্ছে আর তাতে দেখেন যে কিছু লোক চারদেয়ালের ভেতরে আছে এবং কিছু লোক বাহিরে অবস্থান করছে। তিনি বলেন, আমি দেখতে পাই সেই বেষ্টনীর ভেতর যারা রয়েছে তারা সবাই আহমদী। এটি দেখে আমি বলি, আমিও তাদের সাথে আছি, আমাকেও ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়া হোক। তখন আওয়াজ আসে, এই চারদেয়ালের ভেতর কেবল তারাই প্রবেশ করতে পারে যারা বয়আ'ত করেছে, কিন্তু আপনি যেহেতু বয়আ'ত করেন নি তাই আপনি এতে প্রবেশ করতে পারবেন না। অতএব, এই স্বপ্ন দেখার পরবর্তী দিনই তিনি এসে বয়আ'ত করে নেন। মানবীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা তো তাকে জামা'তভুক্ত করতে পারে নি, কিন্তু তিনি যেহেতু সৎপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তাই আল্লাহ্ তা'লা তাকে বিনষ্ট করেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ধ্বংস করতে চান নি। তাই তাকে এভাবে পথ প্রদর্শন করেছেন। এটি হল সেসব লোকের আপত্তির উত্তর যারা বলে, আমরা তো স্বপ্ন দেখি না। প্রথমে পবিত্র প্রকৃতির অধিকারী হোন, (সকল প্রকার বিদ্বেষ থেকে) মস্তিষ্ককে মুক্ত করুন এবং দোয়া করুন তাহলেই দেখবেন, আল্লাহ্ তা'লা পথ প্রদর্শন করবেন।

মালী'র এক বন্ধু মুহাম্মদ কোঁণে সাহেব, তিনি জামা'তের রেডিও শোনেন এবং জামা'তের বিরুদ্ধে মানুষ যে সমস্ত কথা বলে তা-ও শোনেন। এরপর তিনি দোয়া করতে আরম্ভ করেন যেন আল্লাহ্ তা'লা তাকে সঠিক পথ দেখান। তিনি বলেন, এরপর আমি স্বপ্নে এক বুযূর্গ ব্যক্তিকে দেখতে পাই যিনি বলছিলেন, সকল বান্দাই আহমদীয়াতের ছায়তলে আসবে, তা এখন আসুক বা পরে। এটি হল আল্লাহ্ নির্ধারিত নিয়তি বা অদৃষ্ট এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি। আর যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আহমদীয়া খিলাফতের বহমান নিয়ামতের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশন পূর্ণ হবে। যাহোক, এরফলে তিনি বয়আ'ত করে নেন।

এরপর গিনি-বিসাও এর মুবাল্লিগ লিখেন, আমাদের নবদীক্ষিত আহমদী উসমান সাহেব জানতে পারেন, তার আত্মীয়স্বজনরা ব্যাপক হারে আহমদীয়াত গ্রহণ করছে। তখন তিনি কিছু মৌলভীকে একত্র করে জামা'তের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে সেই এলাকায় নিয়ে আসেন। আমাদের মুয়াল্লিম সাহেব তাকে বলেন, আপনি বিরোধিতা করতে পারেন, আপনাকে বাধা দেয়া হচ্ছে না, কিন্তু আমাদের কথা একবার শুনে নিন, কথাটা অন্তত শুনে নিন, এরপর যে বিরোধিতা করতে চান করুন, দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে করুন। মৌলভী সাহেবরা জামাতের বাণী শোনার জন্য আসতে অস্বীকৃতি জানায়, কিন্তু উসমান সাহেব উক্ত

দাওয়াত গ্রহণ করেন এবং জামা'তের বাণী শোনার জন্য চলে আসেন। তাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের বিষয়ে বলা হয়। তিনি যেদিন এসেছিলেন সেদিন জুমুআর দিন ছিল আর সেখানে এমটিএ'তে আমার খুতবা চলছিল। তিনি বলেন, আমি তাকে বলি; আপনার হাতে যদি সময় থাকে তাহলে কিছুক্ষণ খুতবা শুনে নিন। তিনি বলেন, কিছুটা সময় আছে, ঠিক আছে আমি কিছুক্ষণ খুতবা শুনে নিচ্ছি। কিন্তু তিনি যখন খুতবা শুনতে আরম্ভ করেন তখন তিনি কতটুকু সময় লেগেছে তা ভুলে যান আর সম্পূর্ণ খুতবা শোনেন। পরবর্তীতে তিনি বলেন, আহমদীয়া জামা'ত কাফির হতে পারে না যেমনটি আমি শুনেছিলাম, কেননা আপনাদের খলীফা তো মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের জীবনী বর্ণনা করছেন আর কোন কাফির জামা'ত একাজ করতে পারে না। এরপর তিনি জামাতের বিরোধিতা পরিত্যাগ করেন এবং কিছুদিন পর তিনি স্বপরিবারে জামাতভুক্ত হয়ে যান। কেবল জামাতভুক্তই হন নি বরং এখন তবলীগও করছেন আর নিজের চাঁদাও নিয়মিত প্রদান করেন। অতএব, এটিও খুতবার প্রভাব যা যুগ-খলীফার খুতবায় আল্লাহ্ তা'লা নিহিত রেখেছেন।

কঙ্গো কিনশাসার স্থানীয় মিশনারী বলেন, একটি এলাকায় তবলীগি কার্যক্রম আরম্ভ করি। তখন অ-আহমদীরা সংঘবদ্ধভাবে বিরোধিতা শুরু করে দেয়। তিনমাস পর সেই বিরোধিতাকারীদের মধ্য থেকেই একজন বন্ধু উসমান সাহেব আমাদের মিশন হাউজে যোগাযোগ করে বলেন, আমি আমার পুরো পরিবারসহ জামা'তভুক্ত হতে চাই। তার কাছে যখন এর কারণ জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি বলেন, একদিন আমার স্ত্রী স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখছিল তখন আপনাদের চ্যানেল এমটিএ চলে আসে আর সে যেহেতু জানতো যে, আমি আহমদীয়াতের বিরোধিতায় অগ্রগামী ছিলাম তাই সে আমাকেও ডেকে নেয়। আমি যখন জামা'তের বিষয়ে কিছু মন্দ কথা বলতে যাই তখন আমার স্ত্রী বলে, প্রথমে পুরো অনুষ্ঠান শোন এরপর বল। তখনও এমটিএ'তে আমার খুতবা সম্প্রচারিত হচ্ছিল। তিনি বলেন, খুতবা শোনার পর আমি নিশ্চিত হয়ে যাই যে, আজ যে আওয়াজ আমার কানে প্রবেশ করেছে এটাই ইসলামের প্রকৃত চিত্র এবং খলীফার কথা শোনার পর জামাতের সত্যতার বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ নেই।

(হুযূর বলেছেন), এখন এটি আমার নিজের কোন কৃতিত্ব নয়; বরং আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে পূর্ণতা দেয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, (সে ধারাবাহিকতায়) এগুলো হল আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ এবং তার বহিঃপ্রকাশ।

গিনি-বিসাও এর মুবাল্লিগ ইনচার্জ বলেন, একটি গ্রামে তবলীগ করার ফলে অধিকাংশ সদস্য আহমদীয়াত গ্রহণ করে নেয়, কিন্তু চারটি পরিবার আহমদীয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। আমাদের টিম যখন এমটিএ সংস্থাপন করতে সেখানে যায় তখন

মুয়াল্লিম সাহেব সেই অস্বীকারকারী পরিবারগুলোকেও মসজিদে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, এটি আমাদের মুসলিম চ্যানেল। এটি দেখুন, এতে আপনারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং যুগ-খলীফা উভয়ের ছবিও দেখতে পাবেন। যাহোক, তিনি বলেন, যখন এমটিএ লাগানোর কাজ সম্পন্ন হয় আর নামায পড়ার পর পুনরায় যখন টিভি চালু করা হয় তখন এমটিএ'তে আমার খুতবা চলছিল। যারা অ-আহমদী ছিল তারা গভীর মনোযোগ দিয়ে খুতবা শোনে এবং আমাকে দেখতে থাকে। যেহেতু ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ হচ্ছিল তাই মুয়াল্লিম সাহেব বলেন, আপনাদের জন্য আমি অনুবাদ করে দিচ্ছি। তখন তিনি বলেন, আমি বুঝতে না পারলেও খোদার কসম করে বলতে পারি এই ব্যক্তি, যিনি কথা বলছেন; তিনি কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। তিনি যদি আহমদীয়া জামা'তের খলীফা হয়ে থাকেন তাহলে এ জামা'তও কখনো মিথ্যা হতে পারে না। আর তৎক্ষণাৎ তিনি আহমদীয়াত গ্রহণের ঘোষণা প্রদান করেন।

মালি থেকে সেখানকার মুয়াল্লিম সাহেব লিখেন, এক ব্যক্তি আমাদের মিশনে এসে বলেন, আমি নিয়মিত আপনাদের রেডিও শুনে থাকি আর এখন বয়আ'ত করতে চাই। তিনি বয়আ'ত ফরম পূরণ করেন। তিনি যেহেতু শিক্ষিত মানুষ ছিলেন তাই বলেন ফ্রেঞ্চ ভাষায় যদি কোন বইপুস্তক থাকে তাহলে আমাকে প্রদান করুন যেন আমি তা থেকে উপকৃত হতে পারি আর আমার বন্ধুদের মাঝেও বিতরণ করতে পারি। মুয়াল্লিম সাহেব বিশ্বশান্তি সম্পর্কে আমার বিভিন্ন বক্তৃতা সম্বলিত পুস্তক **'ওয়ার্ল্ড ক্রাইসিস এন্ড পাথওয়ে টু পিস'** বইটির ফ্রেঞ্চ অনুবাদ তাকে প্রদান করেন। তিনি সেখানেই পুস্তকটি খুলেন। (আমার) ছবি দেখেই তিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, পূর্বে আমি **দাউন** -এ থাকতাম আর খোদার কাছে সর্বদা সঠিক পথের সন্ধান চাইতাম। সেসময় আমি অসংখ্যবার স্বপ্নে খলীফাতুল মসীহ্-কে দেখেছি। তখন আমি জানতাম না যে, এই ব্যক্তি কে? আজ আমি বুঝতে পেরেছি, আমার দোয়া গৃহীত হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন।

একজন আরব বোন হলেন নাসমা সাহেবা। তিনি বলেন, বয়আ'তের দু'বছর পূর্বে যখন আমি প্রথমবার হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখি। এর পূর্বে তিনি উল্লেখ করেন, আপনি (অর্থাৎ হুযূর) একটি শিশুর কথা উল্লেখ করেছিলেন যে-কিনা আঁকাবাকা লাইন টেনে রেখেছিল এবং লিখেছিল যে, হুযূর! আমি আপনাকে ভালোবাসি। তিনি বলেন, শিশুরা মিথ্যা বলে না এবং আমার হৃদয়ে এর গভীর প্রভাব পড়েছিল। তিনিও পরবর্তীতে বয়আ'ত করেন। যাহোক, তিনি বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখে তাঁকে সম্বোধন করে বলি, আপনার অবয়ব তো বলছে যে, আপনি পুণ্যবান মানুষ এবং মিথ্যা বলেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আপনার এই কথার সত্যায়ন করতে পারছি না যে, আপনি খোদা তা'লা কর্তৃক প্রেরিত। তিনি বলেন, এরপর দু'বছর পর্যন্ত

আমি এ বিষয়ে পড়াশোনা করি এবং ২০১৬ সালের প্রথমদিকে বয়আ'ত নেই, কিন্তু তারপরও খিলাফতের ব্যাপারে আমার সংশয় ছিল। আমার ভেতরকার শয়তান বলত, খিলাফতের দাবিকারক-কে আমি কেন আমার জীবনের নিয়ন্ত্রণ দিয়ে দেব? কেনইবা আমি এমন ব্যক্তিকে চিঠি লিখব এবং নিজের অবস্থা তার কাছে বর্ণনা করব আর খিলাফতের উপকারিতা-ইবা কী। তিনি বলেন, কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর বই **'খিলাফতে রাশেদা'** এবং **'নিযামে খিলাফত ও এর আনুগত্য'** বিষয়ক বইগুলি অধ্যয়নে আমার উক্ত সন্দেহ দূর হয়ে যায়। আর সমস্ত বিষয়াদি আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। এরপর আমি হুযূরের কাছে চিঠি লিখি এবং আপনার যে উত্তর আসে তাতে সেই সংশয় সম্পূর্ণরূপে নিরসন হয় এবং দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে যে, খিলাফতও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণকারী ব্যবস্থাপনা।

তিনি আরও লিখেন, খোদা তা'লা স্বয়ং যে ভালোবাসা মানুষের হৃদয়ে সঞ্চালিত করেন তা অত্যন্ত গভীরভাবে সঞ্চালিত করেন আর আমরা এর কারণ বুঝতে পারি না। অতঃপর বলেন, এ কারণেই অধিকাংশ আহমদীর বিশেষত হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি এবং সাধারণভাবে তাঁর খলীফাগণের প্রতি শিশুসুলভ ভালোবাসা রয়েছে। বয়আ'তের পূর্বে এ ধরনের ভালোবাসার কোন ধারণাই আমাদের ছিল না।

নাইজেরিয়া থেকে সার্কিট মিশনারী বলেন, একটি প্রশ্নোত্তর অধিবেশন চলাকালীন লোকজন এ নিয়ে বিতর্ক আরম্ভ করে যে, সন্তানদেরকে তাদের পিতার নামে ডাকার পরিবর্তে তাদের পারিবারিক নামে ডাকা উচিত যা তাদের পিতৃপুরুষ থেকে চলে আসছে। তখন তাদেরকে বলা হয়, কুরআনের শিক্ষা হল, সন্তানদেরকে তাদের নিজ পিতার নামে ডাকো। এতে কিছু মানুষ, বিশেষভাবে অ-আহমদী ও নবাগত বন্ধুরা পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারে নি। তিনি বলেন, কিন্তু দু'দিন পর আপনি যখন সাহাবীগণের জীবনী সম্পর্কে জুমু'আর খুতবা প্রদান করছিলেন তখন হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.) সম্পর্কিত ঘটনাবলী বর্ণনা করেন এবং এটি বলেছিলেন যে, আরবরা যায়েদকে যায়েদ বিন মুহাম্মদ বলা আরম্ভ করেছিল। তখন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ আসে যে, তাকে যেন তার পিতার নামে স্মরণ করা হয়। এই খুতবা শুনে পুরো জামা'ত এবং দু'দিন পূর্বে যারা উক্ত বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল সে সকল সদস্যরাও অত্যন্ত আনন্দিত হয় যে, এখন যুগ-খলীফা আমাদের সঠিক পথপ্রদর্শন করেছেন। যদিও কতক লোকের এই ধারণা হয়েছিল যে, সম্ভবত এই কয়েকদিনে বা দুই দিনে মুবাল্লিগ সাহেব সেখানে অর্থাৎ, যুগ খলীফার নিকট সংবাদ পৌঁছিয়েছেন, তাই তিনি একথার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি বলেন, আমি তো কিছুই বলি নি। তখন তারা বলে, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং আমাদের প্রশ্নের উত্তরের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন; আর এই খুশিতে জামা'তের একজন ধনী ব্যক্তি এমটিএ দেখার জন্য আরও একটি বড় টিভি ক্রয় করেন, যেন তা মসজিদের সেই

অংশে লাগানো হয় যেখানে লাজনা ও মহিলার বসে আছেন, যেন তারাও খিলাফতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত না থাকেন। এরপর তিনি বলেন, **খিলাফত তো হৃদয়ের প্রতিধ্বনি**। এখন এই দূরদূরান্তের অঞ্চল সমূহে বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি ও বংশের যে আহমদীরা আছেন, খিলাফতের সাথে (তাদের) এই সম্পর্ক কে সৃষ্টি করছে? নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য-সমর্থন ছাড়া আর কিছুই নয়, নতুবা মানুষের চিন্তা-ভাবনা এটিকে আয়ত্ত করতে পারে না।

এরপর নরওয়ের একজন মহিলা **বেরিফান সাহেবা** বলেন, সকল প্রকৃত আহমদী বলে থাকে যে, আমাদের প্রিয় হুযূর আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় বাস করেন এবং আমরা তাঁর জন্য দোয়া করি। এই পৃথিবীতে আমাদের কোন দুঃখ-কষ্ট নেই কেবলমাত্র তাকে খুশি করা ও তাঁর বোঝা হালকা করার উপায় সম্পর্কে চিন্তা করা ব্যতীত। তিনি বিভিন্ন খুতবায় বর্ণনা করেছেন, সাহাবীগণ নিজেদের দেহ তিরবিদ্ধ করে মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষা করেছেন এবং আক্রমণসমূহের বিপরীতে অবিচল ছিলেন; এই দৃশ্য কল্পনা করে আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় এবং আমি চিন্তা করি, আমি যদি এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতাম তাহলে কী করতাম? (আমি) কি অবিচল থাকতে সমর্থ হতাম? আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে উক্ত সাহাবীগণের ন্যায় যুগ-খলীফা ও খিলাফতের সুরক্ষা নিজেদের প্রাণ, সম্পদ এবং সন্তানসন্ততিকে উৎসর্গ করে হলেও করার তৌফিক দান করুন। কয়েক বছর যাবৎ আমি নামাযে এই দোয়া করে আসছি যে, আপনার যত দুঃখ-কষ্ট ও দায়িত্বাবলী রয়েছে আল্লাহ্ তা'লা যেন সেগুলোর সমপরিমাণ ফিরিশতা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেন যারা আপনাকে তাদের নিরাপত্তা বলয়ে আবৃত রাখবে।

অতএব, এ হল সেই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক যা আল্লাহ্ তা'লা মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টি করছেন এবং ইনশাআল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা এরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় অগ্রগামী মানুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তকে দান করতে থাকবেন, আহমদীয়া খিলাফতকে দান করতে থাকবেন। জগৎপূজারীরা এটি কখনো অনুধাবন করতে পারবে না।

জার্মানীতে একজন আরব বয়আ'ত করেন। তখন তার একজন পরিচিত তাকে বলে, তুমি কেন কাদিয়ানী হয়ে গেছ? সেই নতুন আহমদী উত্তর দেন, তোমরা এখানে শত সংখ্যায় আরব রয়েছ। তিনি নিজে আরব ছিলেন। তোমরা একশজন কোন একটি বিষয়েও একমত হতে পার না। আহমদীয়া জামা'তের একজন ইমাম আছেন এবং তাঁর কথায় জামা'তের সদস্যরা উঠাবসা করে আর এজন্য তাদের কাজে বরকত রয়েছে। এখন বল তোমাদের মাঝে এমন কী বৈশিষ্ট্য আছে যার ফলে আমি তোমাদের সাথে সম্পৃক্ত হব এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করব?

অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক আহমদী খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হতে থাকবে। এর জন্য আমাদেরকে নিজেদের কর্মকেও খোদা তা'লার শিক্ষানুযায়ী গড়ে তুলতে হবে। কেবলমাত্র তবেই এই অনুগ্রহ উপকারে আসবে। আর এটিই আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি যে, যারা ঈমান আনয়নের পাশাপাশি নিজেদের কর্মকে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত পদ্ধতিতে পরিচালিত করবে, তারাই খিলাফতের কল্যাণরাজিতে ভূষিত হতে থাকবে। অর্থাৎ, আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর ইবাদতের দায়িত্ব পালনকারী হই এবং আমাদের প্রতিটি কর্ম যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির সন্ধানী হয়। তবেই আমরা উক্ত কল্যাণ লাভ করতে পারব।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে ঈমানের সাথে আমলে সালেহ্ তথা সৎকর্মকেও রেখেছেন। সৎকর্ম সেটিকে বলে যাতে বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলা থাকে না। তিনি (আ.) বলেন, বাড়ির একজন ব্যক্তিও যদি সৎকর্মশীল হয় তাহলে পুরো বাড়ি নিরাপদ থাকে। জেনে রাখ! যতক্ষণ তোমাদের মাঝে আমলে সালেহ না থাকবে, শুধুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করলে কোন লাভ হবে না।** অতএব, আমাদের প্রতিনিয়ত আত্মজিজ্ঞাসা করতে থাকা উচিত যেন শয়তান কখনোই আমাদের ওপর আক্রমণ না করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার তৌফিক দিয়েছেন অথবা আমাদেরকে তাঁকে (আ.) মানার সৌভাগ্য দিয়েছেন, এটি তাঁর অপার অনুগ্রহ; আর এ অনুগ্রহধারাকে প্রবহমান রাখার জন্য আমাদেরকে স্থায়ীভাবে নিজেদের ঈমানের মানোন্নয়ন করা এবং ঈমানের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, যেন আমাদের প্রত্যেকে উক্ত কল্যাণ থেকে অংশ লাভ করতে থাকি যার ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী (সা.) করেছেন এবং যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও প্রদান করেছেন, অর্থাৎ খিলাফতের ব্যবস্থাপনা। কাজেই, আত্মপর্যালোচনা করতে থাকা উচিত যে, আমরা খিলাফতের সাথে নিজেদেরকে কতটুকু সম্পৃক্ত করতে পেরেছি, যেন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে খোদার একত্ববাদকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, তোমাদের জন্য সুসংবাদ যে, নৈকট্য লাভের মাঠ শূন্য। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের মাঠ শূন্য। তাঁর পানে অগ্রসর হওয়ার মাঠ শূন্য। সকল জাতিই সংসার-প্রেমে মত্ত আর যে কাজে খোদা সন্তুষ্ট হন, জগদ্বাসীর এর প্রতি কোন মনোযোগ নেই। খোদার পানে আসার প্রতি জগদ্বাসীর মনোযোগ নেই। যারা পূর্ণ উদ্যমের সাথে এই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে চায়, অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ তা'লার পানে অগ্রসর হবার দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চায় তাদের জন্য নিজেদের সৎ গুণাবলীর বা নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়ার এবং খোদার কাছ থেকে পুরস্কার লাভের এটিই সুবর্ণ সুযোগ। একথা মনে কোরো না যে, খোদা তোমাদের বিনষ্ট করবেন। তোমরা খোদার

হাতের এক বীজ বিশেষ যা জমিতে বপন করা হয়েছে। খোদা তা'লা বলেছেন, এই বীজ বর্ধিত হবে এবং ফুলে ফলে সুশোভিত হবে আর চতুর্দিকে এর শাখা-প্রশাখা নির্গত হবে এবং এক মহামহীরূহে পরিণত হবে।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি যেন নিজ জামা'তকে অবহিত করি যে, যারা ঈমান এনেছে, এইরূপ ঈমান যাতে কোনরূপ পার্থিব (স্বার্থ বা লালসার) সংমিশ্রণ নেই এবং সেই ঈমান কপটতা বা ভীরুতা দুষ্ট নয় এবং তা আজ্ঞানুবর্তিতার কোন স্তর হতে বিবর্জিত নয়, এরূপ ব্যক্তিরাই খোদার প্রিয়ভাজন। আর খোদা তা'লা বলেন, তাদের পদচারণাই সত্যের পদচারণা।

এসব বাক্য তিনি আল ওসীয়্যত পুস্তিকায় লিখেছেন, যাতে তিনি খিলাফত প্রতিষ্ঠারও সুসংবাদ প্রদান করেছেন। অতএব, তাঁর এই বক্তব্য এ কথার প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করে যে, খিলাফতের সাথেও প্রত্যেক আহমদীর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্ক থাকা উচিত। আর তারাই বয়আ'তের দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনকারী হবে যারা উক্ত মান অর্জন করবে। আর এমনটি হলেই আমরা আজ খিলাফত দিবস উদযাপন করার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনকারী হব। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে তৌফিক দিন তারা যেন খিলাফতের হাতে বয়আ'তের দায়িত্ব পালনকারী হয় আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজিও অর্জনকারী হয়।

আজকে একটি সংক্ষিপ্ত ঘোষণা রয়েছে, আজ ঘানা জামা'ত তাদের জলসা করছে, দু'দিনের জলসা। ২৭ ও ২৮ তারিখ, বুসতানে আহমদ-এ জলসা হচ্ছে। এছাড়াও তারা সারা দেশে ১১৯টি সেন্টার বানিয়েছে যার মাঝে পাঁচটি বড় সেন্টারও রয়েছে এবং তাদের পরস্পরের মাঝে অডিও-ভিডিও এর মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ঘানা জামা'তের সূচনা হয়েছিল ১৯২১ সনের ফেব্রুয়ারিতে। মওলানা আব্দুর রহিম নাইয়্যার সাহেব (রা.) এখানে লন্ডন থেকে যাত্রা করে ঘানা পৌঁছেছিলেন। গত বছর ঘানা জামা'ত তাদের শতবর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানমালা আয়োজন করতে চাচ্ছিল, কিন্তু কোভিডের কারণে আয়োজন করা সম্ভব হয় নি। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ২০২২ ও ২০২৩ এই দুই বছরব্যাপী (তাদের) প্রোগ্রাম চলবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জলসা সবদিক থেকে কল্যাণমণ্ডিত করুন এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় তাদের সকল আহমদীকে ক্রমাগতভাবে উন্নতি দান করুন।

একইসাথে গাম্বিয়াতেও আজকে বার্ষিক জলসা হচ্ছে, এটা তিন দিনের জলসা। আল্লাহ্ তা'লা এটিকেও সবদিক থেকে কল্যাণমণ্ডিত করুন। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)